সহবতি

ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ, শারদ সংখ্যা ২০২১

সহবতি পরিষদ
কল্যাণী, নদিয়া, ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

সহবতি
ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ, শারদ সংখ্যা ২০২১
ISSN 2454-2512

প্রধান সম্পাদক
ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া

সহযোগিতায়
দিবাকর বর্মণ, সুদীপ চক্রবর্তী, নয়ন ভল্লা, হেমন্ত মণ্ডল,
সমৃদ্ধিশেখর মণ্ডল, সুরূপা কর

উপদেষ্টা পর্ষদ
অধ্যাপক তপন বিশ্বাস, উপাচার্য, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদি, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মানস মজুমদার, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা নন্দিতা বসু, বাংলা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুদীপ বসু, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা বেলা দাস, বাংলা বিভাগ, শিলচর ক্যাম্পাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক কল্যাণী শঙ্কর ঘটক, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা দেবযানী গুহ, সংযুক্ত অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক অলোক ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক তপন মণ্ডল, ডিন, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অজিত মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ ওম্যানস্

দপ্তর : সহবতি পরিষদ, কনকাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, বি-৭/১৪৫, কল্যাণী, নদিয়া।

প্রচ্ছদ : সুদীপ চক্রবর্ত্তী

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ : প্রবীর গুহঠাকুরতা, কল্যাণী, নদিয়া।

মূল্য ২০০/

সম্পাদকের কলমে

বহু প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হল 'সহবতি'র শারদ সংখ্যা, ২০২১। অতিমারীর কারণে থমকে যাওয়া বিশ্বে 'সহবতি'র চলাও রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সহবতি মানেই তো সাহচর্য—যেখানে সহচর্যেরই অভাব ঘটে সেখানে সে চলবে কেমন করে! তবু আমরা একেবারে হাল ছেড়ে দিইনি। মনের তাগিদে লেখালেখির কাজ চলছিল। স্বজন, বন্ধু, ছাত্রছাত্রীরাও চাইছিলেন 'সহবতি'র পাতায় তাঁদের চিন্তা ভাবনার কথা মেলে ধরতে যাতে থেমে যাওয়া গবেষণার পালেও একটু হাওয়া লাগে। মূলত তাঁদেরই উৎসাহে সহবতি আবার এতসব মূল্যবান লেখার আত্মপ্রকাশের মঞ্চ হয়ে উঠে একটু খোলা হাওয়া বইয়ে দেওয়ার অবকাশ পেল।

'সহবতির' বর্তমান সংখ্যাটিতে রয়েছে বহুমাত্রিক গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ নিজ নিজ গুণে সমৃদ্ধ। বর্ষীয়ান শিক্ষক, আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক ড. তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'সংগীতে রানাঘাট ঘরানা', যা এক হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের সাক্ষী হয়ে থাকল। অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে স্মরণ করা হয়েছে একটি প্রবন্ধে। 'সহবতি' তার ক্ষুদ্র অথচ একান্ত আপন প্রাঙ্গণটিতে ধরে রেখেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কত বিচিত্র অধ্যায় যা প্রত্যেকটিই পরবর্তীতে বিপুল গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে। বাংলা কবিতা নিয়ে লেখালেখির মধ্যে রয়েছে দুটি প্রবন্ধ—'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়া : সরল সুন্দর গভীর মায়াবী' এবং 'জীবনধর্মে আস্থাশীল চল্লিশের দুই কবি।' রবীন্দ্রনাথের অমিত সৃষ্টির ভুবনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে অনেকগুলি প্রবন্ধে, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ' নাটকে তত্ত্ব ও কৌতুকরসের অন্তরালে স্বদেশ চেতনা' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য : সমালোচক রবীন্দ্রনাথ' দুটি দুই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রকীর্তিকে ছুঁয়ে দেখার প্রয়াস। আবার 'হাস্যরসের বিচিত্র রঙধনু : প্রেক্ষিত নির্বাচিত রবীন্দ্র নাটক' একেবারে অন্য একটি রসের অবতারণা করে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-দর্শন চিন্তার একটি দিক আমরা দেখতে পাব 'রবীন্দ্র-চেতনায় সূফি সাধনার উত্তরণ' প্রবন্ধটিতে। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি রবীন্দ্র বৃত্তের উপর আলোকপাত করা হয়েছে 'প্রিয়নাথ সেন : হে বন্ধু, হে প্রিয়' নামক প্রবন্ধটিতে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অন্যরকম ভাবনা।

বাংলা কথাসাহিত্যের বিচিত্র প্রেক্ষিত ধরা রইল বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। বাংলা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য লিখিত হয়েছে 'বিমল করের (নির্বাচিত) উপন্যাসে অন্য ভুবন', 'নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসে নারীমন', 'নকশাল আন্দোলনোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান', 'সীতা থেকে শুরু—নারীজীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্য পর্বের আন্তর কাহিনী', 'নজরুল উপন্যাসে জাতীয়তাবাদ', 'বিশ্বায়ন এবং শাহযাদ ফিরদাউসের শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার', 'জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের কথকতা' ইত্যাদি প্রবন্ধে। অন্যদিকে বাংলা ছোটগল্পের অভিনবত্ব পরিস্ফুট হয়েছে 'সাহিত্যে ছোটগল্প'—ছোটগল্পতাত্ত্বিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অ্যাকাডেমি সত্তার খণ্ডচিত্র', 'দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্পে বিষয়

ও ব্যাকরণ' প্রবন্ধে। প্রতিটি প্রবন্ধ মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্রের দাবী রাখে। বাংলা নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তৃপ্তি মিত্র। 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী চরিত্রে তার অভিনয় আজ কিংবদন্তী। 'অন্য 'নন্দিনী' রূপে তৃপ্তি মিত্র' প্রবন্ধটি ধরে রাখল সেই ইতিহাসকে।

বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণার উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করছে 'প্রতিবাদের ভাষা : অধিকারে অন্যায়ে' প্রবন্ধটি। 'অভিধানে নেই' প্রবন্ধটি আবার ভাষার এমন এক অন্দরমহলের সুলুক সন্ধান দিয়েছে যে অন্দরমহলে আমরা বাস করলেও সেদিকে বিশেষ নজর দিই না। এমন কিছু শব্দের কথা এখানে বলা হয়েছে যে শব্দগুলি আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি এবং সত্যিই সেগুলি অভিধানে নেই। বাংলা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে লেখা হয়েছে,—'বীরভূমের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী অঞ্চলের লোকসংগীত : প্রসঙ্গ বাউল ও হাবু গান' এবং 'ভাটির দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস।' আবার বাংলার বাইরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়ার জন্য 'সহবতি' সাথে পেয়েছে **'History and Heritage of Northeast Literary Writings : A Review'** নামক অসম্ভব মূল্যবান প্রবন্ধটিকে। বাদ যায়নি বাংলা সাময়িকপত্রও। 'বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্র : পরিপূরক সম্পর্ক' প্রবন্ধে ধরা রইল সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের মধ্যে আবহমানকাল ধরে চলে আসা সম্পর্কটি। দিবাকর বর্মনের প্রবন্ধটি বর্তমানে বহুল আলোচিত আখ্যানতত্ত্বের দিকটি তুলে ধরে আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি 'আখ্যান তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান' প্রবন্ধে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন।

এই আলোচনার পর আর বলার অপেক্ষা থাকে না 'সহবতি' তার ক্ষুদ্র পরিসরে কি বিপুল সম্ভাবনাময় ভাবনাবিশ্বকে ধারণ করে আছে যা পরবর্তীতে বৃহত্তর ক্ষেত্র নির্মাণের সংকেত। আপনাদের সহযোগিতায় আরো নতুন নতুন পরিসর নির্মাণ হয়ে চলুক 'সহবতি'র পাতায় এমনটিই আশা রাখি।

সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, 'সহবতি'র সাথে থাকুন।

ধন্যবাদান্তে

কল্যাণী, নদীয়া

নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়